মাদকদ্রব্যের ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়া

গাঁজা (Cannabis)

ক্যানাবিস স্যাটিভা নামক ভারতীয় শন গাছ থেকে ভাং পাওয়া যায় । ভাং গাছে মানসিক সক্রিয়তা উৎপাদক উপাদান THC বা Tetrahydrocanabinal রয়েছে । এটি গ্রহণের ফলে ব্যবহারকারীর মানসিক অবস্থা ও চেতনার পরিবর্তন ঘটায় ।

মারিজুয়ানা ঃ ভাং জাত মাদক হলো মারিজুয়ানা । এ গাছের শুকনো তৃণ ও পুষ্পিত অগ্রভাগ দিয়ে গাঁজা তৈরী হয় । গাঁজাকে সাধারণভাবে "শ্বাস পট দুপি বা মেরিজান নামে অভিহিত করা হয়ে থাকে । গাঁজার রং ধুসর সবুজ থেকে সবুজাভ বাদামি হতে পারে । গাঁজা বিন্যাস পত্রময় ।

হাশিশ/চরস ঃ ভাং গাছের কষ শুকিয়ে চরস বানানো হয় যা বাদামী বা কালো পিস্টক বা পিন্ডাকৃতির । চরস THC এর উপাদান থাকে । হাশিশ তেল ও ভাং সচরাচর ভাং গাছ থেকে তৈরী হয় ।

ভাং ঃ গাঁজা শ্রেণীর একটি গাছের পাতা, দুধ ও অন্যান্য উপাদানের মিশ্রণে তৈরি হয় ভাং । নেশা জাতীয় পানীয় হিসেবে ভাং ব্যাপক পরিচিত । একে সিদ্ধিও বলা হয় ।

ব্যবহারের প্রতিক্রিয়া ঃ দীর্ঘদিন গাঁজা সেবনের ফলে উদ্যম, স্মৃতিশক্তি ও মনোযোগের অভাব দেখা দেয় । শ্বাস-প্রশ্বাস, ফুসফুস ও স্বরনালীতে সংক্রমন এমনকি ক্যান্সারও হতে পারে । মহিলাদের মাসিকের পরিবর্তন, গর্ভবতী নারীদের গর্ভস্থ সন্তানের বিকৃতি, পুরুষের শুক্রাণুর পরিমান হ্রাস এবং উভয়ের ক্ষেত্রেই সন্তান জন্মদানের ক্ষমতা লোপ পায় ।

ব্যবহার বন্ধ করে দিলে ঃ দীর্ঘদিন গাঁজা সেবনের পর হঠাৎ করে বন্ধ করে দিলে বিষণ্নতা, উদ্বেগ, অনিদ্রা, ঘাম ও ক্ষুধামন্দা দেখা দেয় । তবে এ প্রতিক্রিয়া সাধারণত এক সপ্তাহের বেশি স্থায়ী হয় না ।

মাদকদ্রব্যের ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়া

ফেন্সিডিল (Phensedyl)

ফেন্সিডিল আফিম উদ্ভুত কোডিন সহযোগে প্রস্তুত কমলা রঙের তরল পদার্থ। বাংলাদেশে নিষিদ্ধ এই কাশির ওষুধের মূল উপাদান কোডিন ফসফেট। এশিয়ার অন্যান্য দেশে এটি অবৈধ এবং বাংলাদেশে চোরাচালান হয়ে আসে। সিরাপ জাতীয় এই ওষুধের গন্ধ তীব্র এবং ঝাঁঝালো।

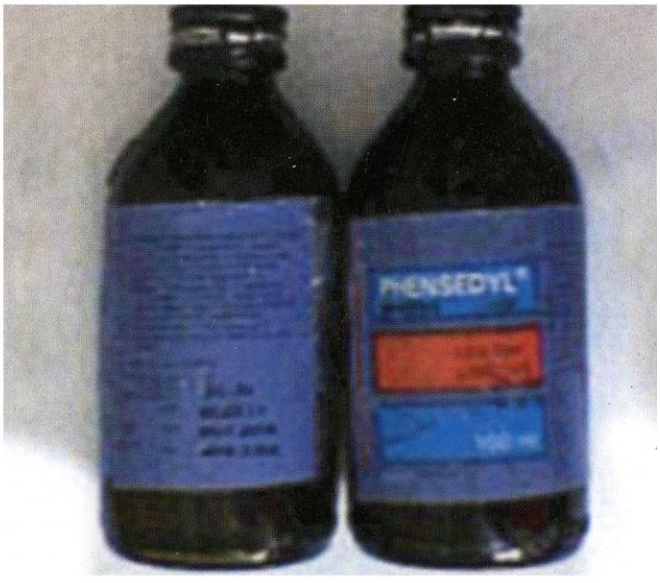

ব্যবহারের প্রতিক্রিয়া ঃ ক্ষুধা, বেদনা ও যৌন অনুভুতির অভাব দেখা দেয়। বমি, মাথা ঘোরা, ঘাম, চুলকানি ইত্যাদি উপসর্গ দেখা দেয়। অধিক মাত্রায় ব্যবহার চোখের মনি সংকুচিত করে, দেহের চামড়া স্যাঁতস্যাঁতে ও শীতল করে দেয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে শ্বাস-প্রশ্বাস ক্ষীণ হতে হতে থেমে যেতে পারে।

ব্যবহার বন্ধ করে দিলে ঃ দীর্ঘদিন সেবনের পর হঠাৎ করে বন্ধ করে দিলে প্রচণ্ড বিষণ্নতা, অনিদ্রা, ডায়রিয়া, প্রচুর ঘাম, চোখ ও নাক দিয়ে ক্রমাগত পানি পড়া, খিঁচুনি, শতি শীত ভাব ও জ্বর দেখা দেয়। তবে এ প্রতিক্রিয়া সাধারণত দুই সপ্তাহের বেশি স্থায়ী হয় না। কারো কারো মধ্যে ব্যবহার বন্ধের অনেক দিন পরও মাদকদ্রব্যের জন্য প্রচণ্ড ব্যগ্রতা লক্ষ্য করা যায়।

হেরোইন (Heroin)

নারকোটিক এনালজেসিক হেরোইন সাধারণত পোড়া মাটির গুড়ার মতো লালচে, কালচে, ধুসর, বাদামী কিংবা সাদা রঙের এবং তেতুলের মতো হালকা গন্ধবিশিষ্ট। এটি নাকে শ্বাস টেনে বা সল্যুশন হিসেবে ইনজেকশনের মাধ্যমে কিংবা ধূমপানের মাধ্যমে গ্রহণ করা হয়। এর আসল নাম ডায়াসেটাইল মরফিন বা ডায়ামরফিন। মরফিন আসক্তি নিবারণে এটির ব্যবহার করা হয় এবং পরে আসক্তির নতুন উপাদান হিসেবে এর ব্যবহার শুরু হয়।

ব্যবহারের প্রতিক্রিয়া ঃ সাধারণভাবে শরীরের নিজস্ব প্রতিরোধ ব্যবস্থা হ্রাস পায়। ঘনঘন প্রস্রাব, শরীরের সন্ধিস্থলসমূহে তীব্র কাঁপুনি, ত্নী ছুরির আঘাতের মতো পেটে তীব্র ব্যথা এবং কখনো কখনো ব্যথা এতো প্রবল হয় যে খিঁচুনির চোটে শরীর বেঁকে যায়। চোখ দিয়ে ক্রমাগত জল পড়া, ভয়ংকর বমি, মাথা ঘোরা, ঘাম, চুলকানি ইত্যাদি উপসর্গ দেখা দেয়। ঘুমের মধ্যেও বমি দেখা যায় এবং শ্বাসনালীতে বমি আটকে প্রায়ই আসক্ত ব্যক্তির মৃত্যু ঘটে। পুরুষত্ব লোপ পায়, যৌন অনুভুতি থাকেনা। মহিলাদের মাসিক হ্রাস পেতে পেতে বন্ধ হয়ে যায়।

ব্যবহার বন্ধ করে দিলে ঃ দীর্ঘদিন সেবনের পর হঠাৎ করে বন্ধ করে দিলে প্রচণ্ড বিষণ্নতা, অনিদ্রা, ক্রনিক ডায়রিয়া, প্রচুর ঘাম, চোখ ও নাক দিয়ে ক্রমাগত পানি পড়া, খিঁচুনি ও জ্বর দেখা দেয়। অনেক ক্ষেত্রে দম আটকে এবং উপসর্গসমূহ তীব্র হয়ে আসক্তের আকস্মিক মৃত্যু ঘটায়।

মাদকদ্রব্যের ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়া

পেথিডিন/মরফিন/টিডিজেসিক (Pethidine/Morphine/TDJessic)

পেথিডিন, মরফিন ও টিডিজেসিক বেদনা-নাশক হিসেবে ব্যবহৃত একটি কৃত্রিম মাদকদ্রব্য। মরফিন সাধারণত সল্যুশন হিসেবে ইনজেকশনের মাধ্যমে গ্রহণ করা হয়। তবে ট্যাবলেট ও সাপোজিটরি আকারেও পাওয়া যায়। পেথিডিন মরফিন গোত্রের ইঞ্জেক্টেবল ড্রাগ। কিন্তু টিডিজেসিক গবাধি পশুর জন্য উদ্ভুত ইঞ্জেকশন। নেশার জন্য সম্প্রতি এর ব্যবহার বাংলাদেশে খুব একটা কম নয়।

ব্যবহারের প্রতিক্রিয়া ঃ ক্ষুধা, বেদনা ও যৌন অনুভুতির অভাব দেখা দেয়। বমি, মাথা ঘোরা, ঘাম, ইত্যাদি উপসর্গ দেখা দেয়। অধিক মাত্রায় ব্যবহার চোখের মনি সংকুচিত করে, দেহের চামড়া স্যাঁতস্যাঁতে ও শীতল করে দেয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে মাত্রাতিরিক্ত গ্রহণের ফলে দীর্ঘ নিদ্রা জনিত কারণে শ্বাস-প্রশ্বাস ক্ষীণতর হতে হতে থেমে যেতে পারে। সিরিঞ্জ ও সুঁচ ব্যবহারের ফলে হেপাটাইটিস ও এইডস সংক্রমণ হতে পারে।

ব্যবহার বন্ধ করে দিলে ঃ দীর্ঘদিন সেবনের পর হঠাৎ করে বন্ধ করে দিলে প্রচণ্ড বিষণ্নতা, অনিদ্রা, প্রচুর ঘাম, চোখ ও নাক দিয়ে ক্রমাগত পানি পড়া, খিঁচুনি, শতি শীত ভাব ও জ্বর দেখা দেয়। তীব্র খিঁচুনির কারণে শরীর বেঁকে যায়।

আফিম (Opium)

কালচে বাদামি রঙের মন্ড জাতীয় পদার্থ। আবার পাউডার আকারেরও হতে পারে। গন্ধ তীব্র এবং কটু স্বাদযুক্ত। এটা বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্যের সাথে মিশিয়ে খাওয়া যায় আবার ধূমপানের মাধ্যমেও সেবন করা যায়।

ব্যবহারের প্রতিক্রিয়া ঃ ক্ষুধার অভাব দেখা দেয়। বমি, মাথা ঘোরা ইত্যাদি উপসর্গ দেখা দেয়। অধিক মাত্রায় ব্যবহার চোখের মনি কিছুটা সংকুচিত করে।

ব্যবহার বন্ধ করে দিলে ঃ দীর্ঘদিন সেবনের পর হঠাৎ করে বন্ধ করে দিলে বিষণ্নতা, অনিদ্রা, প্রচুর ঘাম, চোখ ও নাক দিয়ে পানি পড়া শীত শীত ভাব ও জ্বর দেখা দেয়। তবে এ প্রতিক্রিয়া সাধারণত দুই/তিন দিনের বেশি স্থায়ী হয় না।

মাদকদ্রব্যের ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়া

কোকেন (Cocaine)

সাদা রঙের মিহি পাউডার জাতীয় পদার্থ। ভুট্টার খইয়ের মতো দানাদারও হতে পারে। গন্ধ তীব্র এবং কটু স্বাদযুক্ত। সিরিঞ্জের মাধ্যমে ব্যবহার করা হয় বলে হেপাটাইটিস ও এইডস এর সংক্রমন ঘটাতে পারে।
ব্যবহারের প্রতিক্রিয়া ঃ ক্ষুধার অভাব দেখা দেয়। বমি, মাথা ঘোরা ইত্যাদি উপসর্গ দেখা দেয়। অধিক মাত্রায় ব্যবহার চোখের মনি কিছুটা সংকুচিত করে।
ব্যবহার বন্ধ করে দিলে ঃ দীর্ঘদিন সেবনের পর হঠাৎ করে বন্ধ করে দিলে বিষণ্নতা, অনিদ্রা, প্রচুর ঘাম, চোখ ও নাক দিয়ে পানি পড়া শীত শীত ভাব ও জ্বর দেখা দেয়। তবে এ প্রতিক্রিয়া সাধারণত এক সপ্তাহের বেশি স্থায়ী হয় না।

ঘুমের ওষুধ (Barbiturates / Tranquilizers)

ঘুমের ওষুধ বা বারবিচুরেটস প্রথমে তৈরি হয়েছিলো অনিদ্রা, দুশ্চিন্তা ও মৃগীরোগের চিকিৎসার জন্য। ক্যাপসুল বা তরল আকারেও পাওয়া যায়। ট্রাংকুলাইজারও সমগোত্রীয় ড্রাগ। এগুলো শরীরকে নির্জীব ও অবসাদ করে দেয়।
ব্যবহারের প্রতিক্রিয়া ঃ ক্ষুধার অভাব দেখা দেয়। মাথা ঘোরা ও দুর্বলতার উপসর্গ দেখা দেয়। অধিক মাত্রায় ব্যবহার চোখের মনি কিছুটা সংকুচিত করে। সময়, স্থানজ্ঞান ও স্মৃতিশক্তি লোপ পায়। শ্বাস-প্রশ্বাস ক্ষীণ হয়ে আসে। আসক্ত মায়েদের গর্ভের সন্তান ক্ষীণ শ্বাস, খাদ্যগ্রহণ ও নিদ্রাসংক্রান্ত জটিলতা নিয়ে জন্ম নেয়।
ব্যবহার বন্ধ করে দিলে ঃ দীর্ঘদিন সেবনের পর হঠাৎ করে বন্ধ করে দিলে বিষণ্নতা, অনিদ্রা, সর্দি ও নাক দিয়ে পানি পড়া দেখা দেয়। দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হয়ে যায়। কথাবার্তা অসংলগ্ন হয়ে গড়ে। হতোদ্যম হওয়াসহ নানা প্রকার লক্ষণ দেখা দেয়। তবে এ প্রতিক্রিয়া সাধারণত এক সপ্তাহের বেশি স্থায়ী হয় না।

মদ (Alcohol)

মদের মূল উপাদান ইথাইল এলকোহল বা স্পিরিট। বাংলাদেশে দেশি ও বিদেশি সকল প্রকার মদের আসক্তি লক্ষণীয়। বাংলা মদ, তাড়ি, বিয়ার, ওয়াইন, লিকার ইত্যাদি তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য।
ব্যবহারের প্রতিক্রিয়া ঃ ক্ষুধার অভাব দেখা দেয়। মাথা ঘোরা ও দুর্বলতার উপসর্গ দেখা দেয়। অধিক মাত্রায় ব্যবহার চোখের মনি কিছুটা সংকুচিত করে। সময় ও স্থানজ্ঞান লোপ পায়। শ্বাস-প্রশ্বাস ক্ষীণ হয়ে আসে। মদ মস্তিষ্ক, হৃদযন্ত্র, লিভার ও পাকস্থলির ক্ষতি করে।
ব্যবহার বন্ধ করে দিলে ঃ দীর্ঘদিন সেবনের পর হঠাৎ করে বন্ধ করে দিলে সর্দি ও নাক দিয়ে পানি পড়া দেখা দেয়। কথাবার্তা অসংলগ্ন হয়ে গড়ে। পরিপাকতন্ত্রের পরিপাক ক্ষমতা হ্রাস পায়। ব্যবহার বন্ধ করলে পেটব্যথা সহ উদরাময়ে আক্রান্ত হতে দেখা যায়।

ইয়াবা ঃ পরিচিতি ও পরিণতি

'Yaba' ইয়াবা শব্দটি দুটি থাই শব্দ Yar ও bah থেকে এসেছে। এর অর্থ হলো Crazy Medicine বা উত্তেজক ওষুধ। উত্তেজক মাদক Amphetamine এর অ্যানালগ Methamphetamine এর সংগে আরো কতিপয় যৌগ এর সংমিশ্রণ ঘটিয়ে ইয়াবা তৈরী করা হয়। রাসায়নিক চরিত্র, শক্তি, কার্যকারীতা ও প্রতিক্রিয়া বিচারে অ্যামফিটামিন, মেথামফিটামিন কিংবা কোকেনের চেয়েও ইয়াবা শক্তিশালী উচ্চমাত্রার উত্তেজক মাদকদ্রব্য। সাধারণত ৪ থেকে ৫ মি. মি. ব্যাস এবং আড়াই থেকে ৩ মি. মি. পুরু গোলাকৃতির ট্যাবলেট আকারে এটি তৈরী হয়। দেখতে অনেকটা ছোট আকারের ক্যান্ডির মতো। এর রং লালচে, কমলা, কিংবা সবুজাভ। এটি আঙুর, কমলা, ভ্যানিলা ইত্যাদি বিভিন্ন স্বাদ ও গন্ধের হয়ে থাকে। এ কারণে কোমলমতি শিশু কিশোর ও তরুণ তরুণীদের শক্তিদায়ক ক্যান্ডি বলে বিভ্রান্ত করে সহজে ইয়াবা ধরিয়ে দেওয়া যায়। এর গায়ে "WY", "R", "OK", "SY" ইত্যাদি লোগো অঙ্কিত থাকে যা দেখে ব্যবহারকারীরা সহজে একে শনাক্ত করতে পারে। ইয়াবা পাউডার আকারেও তৈরি হয়।

ইয়াবা সেবন করলে ২ থেকে ৩ ঘন্টার মধ্যে এর স্নায়ু উত্তেজক ক্রিয়া শুরু হয়ে প্রায় ১০ থেকে ১২ ঘন্টা স্থায়ী হয়। এ সময়ের মধ্যে ব্যবহারকারী শারীরিক ও মানসিকভাবে এমন এক জগতে অবস্থান করে যেখানে কোন ক্ষুধা, বেদনা, ক্লান্তি ও অবসাদ নেই। বরং ব্যবহারকারীর মধ্যে এক ধরনের অতিমানবিক শক্তি ভর করে। কিন্তু ১০-১২ ঘন্টা শেষে এর প্রভাব কেটে যাবার পর নতুন করে আবার এ মাদকটি গ্রহণ না করলে ব্যবহারকারীদের সোজা আকাশ থেকে পাতালে পতিত হবার অবস্থা হয়। মাদকের প্রভাব তাকে যে পরিমাণ গতি, ক্ষিপ্রতা, উচ্ছলতা, ও ক্ষমতা যোগায়, রক্তপ্রবাহ থেকে এর প্রভাব দূরীভূত হলে ব্যবহারকারী তার দ্বিগুণ পরিমাণ ভেঙ্গে পড়ে। তার মধ্যে নেমে আসে মৃত মানুষের নিস্তেজতা, নিঃস্বতা ও অসাড়তা। সীমাহীন ক্লান্তি, অবসাদ, বিষাদ, অসহায়ত্ব ও নৈরাশ্য তাকে এক অন্ধকার গহ্বরে তলিয়ে দেয়। একে প্রত্যাহারজনিত প্রতিক্রিয়া বলা যায়। মেথামফিটামিনের প্রত্যাহারজনিত প্রতিক্রিয়া হেরোইনের চেয়েও মারাত্মক, কখনও কখনও জীবন বিধ্বংসী। এর ব্যবহৃত ডোজ এর মাত্রা

বেশি হলে প্রত্যাহারজনিত প্রতিক্রিয়া এত তীব্রতা লাভ করে যে এ অবস্থায় ব্যবহারকারী যে কোন অস্বাভাবিক ও অযাচিত ঘটনা ঘটাতে, এমন কি আত্মহত্যা পর্যন্ত করতে পারে।

ইয়াবার Flash বা উত্থান যত উঁচু, Fall বা পতন তার দ্বিগুণ নিচু। অতিরিক্ত উত্তেজক উপাদানমিশ্রিত ইয়াবা কোন সাধারণ বা দুর্বল মানুষের উপর প্রয়োগ করা হলে হার্টফেল বা ব্রেইন স্ট্রোকের সম্ভাবনা থেকে যায়। সম্প্রতি যে ইয়াবা তৈরী হচ্ছে এতে মেথামফিটামিনের উত্তেজনাকে balance করার জন্য তার সাথে ক্ষেত্র বিশেষে মরফিন বা হেরোইন জাতীয় নারকোটিক অ্যানালজেসিক, কিংবা অন্য কোন depressant drug মেশানো হয়। অধিক মুনাফার জন্য ইয়াবায় বেশ কয়েক ধরণের রাসায়নিক দ্রব্য ভেজাল হিসেবে মেশানো হয়। এসব রাসায়নিক দ্রব্যের মধ্যে বিভিন্ন ধরণের Chemical salt, গৃহকর্মে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার কাজে ব্যবহার্য নানা ধরনের রাসায়নিক দ্রব্য, ক্যামেরার ব্যাটারিতে ব্যবহার্য লিথিয়াম ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এসব ভেজাল মেশানোর কারণে ইয়াবা অনেক সময় জীবনবিধ্বংসী হয়ে ওঠে। ইয়াবার মূল উপাদান মেথামফিটামিন মস্তিষ্কের মধ্যে অতি উচ্চমাত্রায় Dopamine নামক নিউরোট্রান্সমিটারের নিঃসরণ ঘটায়। এতে মস্তিষ্ক কোষের উত্তেজনা অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে যায় এবং Mood ও body movement মারাত্মকভাবে বেড়ে যায়। এ কারণে পপ, ডিসকো, জ্যাজ, ব্যান্ড ইত্যাদি সংগীত ও নাচের আগে শিল্পীরা এগুলো ব্যবহার করে। এর মাধ্যমে neuro-toxic effect তৈরী হয়ে মস্তিষ্ক কোষ ধ্বংস হয় যাতে Dopamine, serotonin ও অন্যান্য নিউরোট্রান্সমিটার থাকে। এভাবে মস্তিষ্ক কোষে Dopamine কমে গিয়ে Parkinson's Diseases হতে পারে। ইয়াবা মস্তিষ্কের রক্তবাহী সূক্ষ্ম নালীগুলোকে ধ্বংস করে ব্রেইনস্ট্রোক ঘটাতে পারে। ইয়াবা কোকেনের চেয়েও মারাত্মক উত্তেজনা সৃষ্টিকারী মাদক। এর ক্রিয়া কোকেনের চেয়ে দীর্ঘস্থায়ী। এর কারণ হলো ইয়াবার মূল উপাদান মেথামফিটামিন কোকেনের চেয়ে ধীর গতিতে মেটাবলাইজ হয়। সাধারণত গৃহীত মাত্রা বা পরিমাণের উপর ইয়াবার প্রতিক্রিয়া নির্ভর করে। ইয়াবার প্রতিক্রিয়ার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো ঃ ইউফোরিয়া বা চরম শিহরণমূলক আনন্দ, উচ্ছলতা প্রগলভতা, অনিদ্রা, ক্ষুধামন্দা, অরুচি ও বমিভাব, শরীরে গরম অনুভূতি, মুখের মধ্যে শুষ্কভাব, ঘাম, ছটফটানি, চপলতা, স্নায়ুর অসম্ভব জাগ্রত ও সংবেদনশীলতা, হৃদস্পন্দন বৃদ্ধি, রক্তচাপ বৃদ্ধি, শ্বাসপ্রশ্বাস বৃদ্ধি ইত্যাদি।

দীর্ঘদিন ও বেশিমাত্রায় ইয়াবা ব্যবহারের ফলে যেসব বিরুপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় সেগুলো হলো ঃ শরীরে অতিমাত্রায় শিহরণ ও কম্পন, দৃষ্টিবিভ্রম, নানা রকম মনস্তাত্ত্বিক বিকৃতি, তীব্র হতভম্বতা, মানসিক বিভ্রম, স্থায়ী অনিদ্রা, মেজাজে অসহিষ্ণুতা, উন্মত্ততা, আক্রমণাত্মকভাব, মারমুখী ও ধ্বংসাত্মক আচরণ, উদ্বেগ, দুশ্চিন্তা, খিঁচুনি, অসহায়বোধ, স্মৃতিভ্রম ও স্মৃতিভ্রষ্টতা, হাইপার টেনশন, উচ্চ রক্তচাপ, মস্তিষ্কের রক্তবাহী ক্ষুদ্র নালীর ক্ষতি, ব্রেইনস্ট্রোক, ইত্যাদি। ইয়াবা মস্তিষ্কের ভারসাম্য নষ্ট করে পারকিনসন'স এর মতো মাথার ও শরীরের কম্পনরোগ সৃষ্টি করতে পারে। ইয়াবাসহ মেথামফিটামিনের যে কোন উপযোগ বা উৎপাদিত পণ্য মধ্যম থেকে উচ্চমাত্রায় সেবন করলে প্রত্যাহারজনিত প্রতিক্রিয়াসহ মারাত্মক শারীরিক ও মানসিক আসক্তি সৃষ্টি করে। সেবনের মাত্রা বেশি হলে হার্ট ফেল করে মৃত্যু হতে পারে। প্রথম ব্যবহার শুরু করার পরে হেরোইনের মতো ক্রমাগত এর মাত্রা বাড়ানোর দরকার হয়। সেবনের মাত্রা বেশী হলে ৩ থেকে ১০ দিন পর্যন্ত কোন ঘুম আসে না।

নিয়মিত ইয়াবা ব্যবহারে ফুসফুস, লিভার ও কিডনি নষ্ট হয়। দীর্ঘ দিন ইয়াবা ব্যবহার করার পরে speed bug অথবা crank bugs নামক hallucination তৈরী হয়। এতে ব্যবহারকারীর মনে হয় যেন সারা শরীরে চামড়ার নিচ দিয়ে ছারপোকা কিলবিল করে নড়ে বেড়াচ্ছে এবং ব্যবহারকারী এদের টিপে বের করার জন্য মরিয়া হয়ে উন্মত্ত আচরণ করতে থাকে।

মাদককে
না
বলুন

ইয়াবা ব্যবহার শেষে half life পার হওয়ার পর রক্ত প্রবাহে এর ক্রিয়া শেষ হয়ে গেলে, কিংবা ব্যবহৃত মাত্রায় প্রয়োজনীয় ফলোদয় না হলে ব্যবহারকারীর মধ্যে চরম অবসাদ, হতাশা, বিষাদ ও নৈরাশ্য সৃষ্টি হয়। ব্যবহারকারী তখন যে কোন রকম অপ্রত্যাশিত আচরণ করতে পারে। এ অবস্থায় মানুষ খুন করাও বিচিত্র কিছু নয়। তীব্র প্রত্যাহারজনিত প্রতিক্রিয়ার সময় ব্যবহারকারীর হতাশা ও নৈরাশ্য এত মারাত্মক হতে পারে যা তাকে আত্মহত্যার দিকে নিয়ে যেতে পারে।

ইয়াবা ব্যবহারে যেসব উপযোগীতা বা মজা পাওয়া যায় বলে জনশ্রুতি বা লোকবিশ্বাস প্রচলিত, বিভিন্ন গবেষণায় এর কার্যকারিতা ভুল প্রমাণিত হয়েছে। মেথামফিটামিন বা ইয়াবা ব্যবহারে সাময়িকভাবে কয়েক দিনের জন্য অরুচি এনে বা ক্ষুধা নষ্ট করে হয়তো শরীরের মেদ বা স্থুলতা কিছুটা কমানো যায়। কিন্তু এ অবস্থা ক্রমাগত চলতে থাকলে এতে শরীরে প্রয়োজনীয় ভিটামিন, খনিজ ও অন্যান্য অতি প্রয়োজনীয় জৈব রাসায়নিক উপাদানের ঘাটতি দেখা দিয়ে মারাত্মক অপুষ্টি সৃষ্টি হয়ে নানা রোগ ব্যাধির বিস্তার এবং জৈব রসায়ণ প্রক্রিয়ার জটিলতাসহ শরীরের ইলেক্ট্রোলাইট ব্যালান্স নষ্ট হয়ে মৃত্যু পর্যন্ত ঘটতে পারে। ইয়াবা ব্যবহারের ফলে মানবদেহের সামগ্রিক বৃদ্ধি ৭০% থেকে ৮০% বাধাগ্রস্ত হয় এবং দেহের আকৃতি ও উচ্চতা হ্রাস পেতে থাকে।

ঘুম তাড়ানের জন্য যারা ইয়াবা বা মেথামফিটামিন ব্যবহার করে, তারা পরবর্তী সময়ে নারকলেপসি নামক রোগের শিকার হয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এর ব্যবহার ছেড়ে দেওয়ার পরও একটানা ৮/১০ দিন ঘুমানো যায় না। আবার ক্ষেত্র বিশেষে বিপরীত হয়। দেখা যায় ব্যবহারকারী একটানা ৪/৫ দিন পক্ষাঘাতগ্রস্থ অবস্থার মত হয়ে মৃতবৎ পড়ে থেকে শুধুই ঘুমাচ্ছে। যে সব ছাত্র পরীক্ষার পূর্বে রাত জাগার জন্য মেথাফিটামিন ব্যবহার করেছে দেখা গেছে তাদের সবাই পরদিন পরীক্ষায় খারাপ করেছে। উচ্চমাত্রায় মেথাফিটামিন ব্যবহার করার ফলে মারাত্মক Delusion বা মতিভ্রম অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে। এ অবস্থায় যে কোন রকম দূর্ঘটনায় পতিত হয়ে জীবননাশ হওয়াও বিচিত্র কিছু নয় । একটা জনশ্রুতি ও প্রচলিত লোক বিশ্বাস আছে যে, মেথামফিটামিন, ইয়াবা বা এ জাতীয় উত্তেজক এ্যাথলেটদের পারফরমেন্স বৃদ্ধি করে। ঘটনা কিছুটা সত্য। এক্ষেত্রে পারফরমেন্স বৃদ্ধির বিষয়টি ক্ষণস্থায়ী, সাময়িক এবং এর পরিমাণও খুবই কম। ইয়াবা বার বার

ব্যবহার করলে শরীরের নিজস্ব Stamina বা ক্ষমতা বিলুপ্ত হয়ে ঐ এ্যাথলেটের ক্যারিয়ার চিরজীবনের জন্য শেষ হয়ে যেতে পারে।

বাংলাদেশের শহর জনপদের ধনী পরিবারের সন্তানদের মধ্যে ইদানিং ইয়াবা আসক্তির যে প্রবণতা দেখা দিয়েছে তা সমগ্র জাতির জন্য এক ভয়াবহ পরিণতির ইঙ্গিতবাহী। ইয়াবা কেবল আমাদের তরুণ প্রজন্মের প্রাণশক্তি ও মেধাকে ধ্বংস করছে না, ইয়াবার কারণে সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে অপসংস্কৃতি ও অপরাধের বিস্তার ঘটছে। সুতরাং ইয়াবার সর্বগ্রাসী গতিকে রুখতে হলে সকল স্তরের মানুষকে এগিয়ে আসতে হবে। ইয়াবার বিরুদ্ধে দূর্বার সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তুলতে না পারলে আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম এক ভয়াবহ পরিণতির মুখোমুখি হবে।

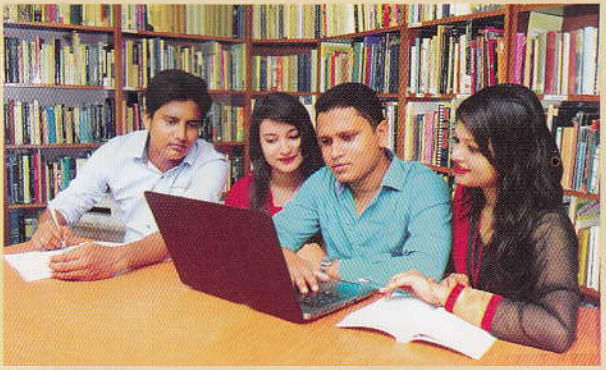

নেশা ছেড়ে কলম ধরি
মাদকমুক্ত সমাজ গড়ি

ইয়াবা সম্পর্কে আরও তথ্যের জন্য মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের নিরোধ শিক্ষা, গবেষণা ও প্রকাশনা বিভাগে যোগাযোগ করুন।